গৌরকে আমি পেলাম কীভাবে

বোধহয় পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগের কথা। একদিন দুপুরে ইংরেজি সাহিত্যের বিদুষী অধ্যাপিকা মালিনী ভট্টাচার্য আমার বন্ধু, বিশ্বসাহিত্যের আশ্চর্য সব কিশোরগ্রন্থের বিখ্যাত অনুবাদক ও অধ্যাপক মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এসে তাঁর নতুন কিশোর পত্রিকা 'লালকমল নীলকমল'-এর জন্য একটা গল্প লেখার ভার দিয়ে বসলেন। ভার তো দিলেন, কিন্তু আমার লেখার কী আর অত ধার আছে যে বসলাম আর লিখে ফেললাম। অফিসের কাজের ব্যস্ততায় লেখার কথাটা যতই ভুলে থাকার চেষ্টা করি, শেষপর্যন্ত বার বার টেলিফোনের তাগাদায় এক রাতে গৌরের গল্প লিখে ফেললাম। শুধু প্রথম অংশটা নিয়ে পাঁচ-ছ'পাতার ছোট্ট একটা গল্প।

এর কয়েক বছর পর, ১৯৮৭ সালের শীতের এক বিকেলে, অফিসের কাজে দিল্লির প্লেন ধরবার তোড়জোড় করছি, এমন সময় স্বনামধন্য শিশুসাহিত্যিক ও শিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রীর টেলিফোন। প্রতিক্ষণ প্রকাশনী থেকে সামনের বইমেলায় আমার একটা ছোটদের বই বের করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বই বের করার সিদ্ধান্ত হলেই বইটাও যে লেখা হয়ে যায় না, এই সহজ যুক্তিটাই আমাকে দিতে হল। তাছাড়া ফ্লাইট মিস করার আশংকাও বুঝিয়ে বললাম।

'বাজে কথা রাখো। এই নাও, প্রিয়ব্রত তোমার সঙ্গে কথা বলবে।' ভাবখানা— বোঝো এবার ঠ্যালা!

প্রিয়ব্রত দেব, প্রতিক্ষণ প্রকাশনীর কর্ণধার, সাদামাটা ভাষায় এককথায় জানালেন, 'বইয়ের নামটা বলে যান। প্লেনে উঠে গল্পটার কথা ভাবুন। আমরা প্রচ্ছদটা করিয়ে রাখি।'

পরদিন দিল্লি থেকে ফিরে যতবার যত ভাবেই 'না' 'না' করি, পূর্ণেন্দুদাও ততই নাছোড়বান্দা। অতএব গৌরের আরও দুটো অভিজ্ঞতা নিয়ে নতুন দুটো পরিচ্ছেদ।

ইতিমধ্যে কোত্থেকে খবর পেয়ে 'আজকাল'-এর তখনকার চমৎকার 'ছোটদের পাতা'র সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি নন্দী সোজা দাবি করে বসলেন, বই হবার আগে গৌরের গল্প তক্ষুনি তাকে দিতে হবে, প্রথমে 'ছোটদের পাতা'য় ধারাবাহিক ছাপা হবে। লেখাটা প্রতিক্ষণের জন্য, বইমেলারও খুব আর দেরি নেই, এখন ধারাবাহিক প্রকাশের সময় কোথায়? ধ্রুবজ্যোতির উত্তর, বইমেলার আগেই 'আজকাল'-এ ছাপা হবে, কয়েক সংখ্যা ধরে ছাপাবার সময় না থাকলে, এক সংখ্যায় যতটা আঁটে ততটাই ছাপা হবে। ধ্রুবজ্যোতি লেখাটা একরকম ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

পরদিন এসে বলল, লেখাটা জোর করে শেষ করে দিলেন কেন? গৌরের জীবনে আরও ঘটনা তো ঘটবেই। সেটা লিখে ফেলুন। আমি দু-তিনদিন পরে এসে নিয়ে যাব।

অতএব চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বই হবার বোধহয় পরের বছর বিশ্বভারতীতে আগের বছরের শ্রেষ্ঠ ছোটদের বইয়ের জন্য পুরস্কার নেবার সময় 'গৌর যাযাবর' প্রসঙ্গে আমার লেখার অক্ষমতা বিনীতভাবে আমাকে বিবৃতি করতে শুনে সভায় উপস্থিত গুণীজনদের একজন পরে আমাকে মৃদু তিরস্কার করে বলেছিলেন, বইটিকে এভাবে যদি আপনি তুচ্ছ করতে থাকেন তাহলে যাঁরা এ-বই পুরস্কারের জন্য নির্বাচন করেছেন তাঁদের কী মনে হবে? এ তো তাঁদের রুচির প্রতিই আপনার অনাস্থার প্রকাশ। ভর্ৎসনাকারী আর কেউ নন, স্বয়ং শঙ্খ ঘোষ। তাঁর এই কথা শোনার পর এ বই নিয়ে আমি আর কখনও কোনও কথা বলিনি। বরং গৌর যাযাবরের জীবনের নতুন অভিজ্ঞতার কাহিনি নিয়ে পঁচিশ বছর পর 'ছেলেবেলা'র জন্য পঞ্চম পরিচ্ছেদ লিখতে হল।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

২১ ডিসেম্বর, ২০১৩